দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 10 FEB 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক

চবি সেশনজটমুক্ত হওয়ার এখনই সময়

মাহবুব মিলন

দেশে বর্তমানে বলবৎ জরুরী অবস্থায় খুশী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকলেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমানে পরীক্ষা ও ক্লাস চলছে পুরোদমে। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই আশা করছে এভাবে কিছুদিন চললে সেশনজটের দুর্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষকদের গণছুটি। জানা যায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫টি বিভাগ ও ৩টি ইন্সটিটিউট মিলিয়ে মোট শিক্ষক রয়েছে ৬৮২ জন। এর মধ্যে সাধারণ, অসাধারণ মিলিয়ে ছুটিতে আছেন ১৩০ জন শিক্ষক। এলপিআর ও লিয়েন মিলিয়ে ছুটিতে আছেন আরো ৩০ জন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এ শিক্ষকরা বেশীরভাগই তাদের নির্ধারিত ছুটির বাইরে ছুটি ভোগ করছেন। তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছুটি নিলেও সেই সময়ের পর কাজে যোগদান করেন না। বিভাগীয় সূত্র থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ৩৫টি বিভাগের মধ্যে বাংলা বিভাগে ৩ জন, ইংরেজী বিভাগে ৪ জন, আরবী ও ফার্সি বিভাগে ৩ জন, পদার্থ বিদ্যা বিভাগে ৮ জন, রসায়ন বিভাগে ৭ জন, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪ জন, সমুদ্র বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ৩ জন, ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে ৭ জন, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১০ জন, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগে ১১ জন, মার্কেটিং বিভাগে ৯ জন। অথচ বাণিজ্য অনুষদের সবচেয়ে বেশী সেশনজট রয়েছে মার্কেটিং বিভাগে। এছাড়া অর্থনীতি বিভাগে ১২ জন, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে ৪ জন, সমাজতত্ত্ব বিভাগে ৪ জন, লোক প্রশাসন বিভাগে ৫ জন, আইন অনুষদের ৪ জন, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাগে ৫ জন। তাছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক বিভাগের ২-৩ জন করে রয়েছেন ছুটিতে। একই বিভাগের অধিক পরিমাণ শিক্ষক ছুটিতে থাকার কারণে তাদের নির্ধারিত বিষয়ের ক্লাসগুলো হচ্ছে না। ফলে এই বিষয়গুলোর সিলেবাস শেষ না হওয়ায় পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে। জানা যায়, কোন কোন শিক্ষক বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ নির্বিঘ্নে পরিচালনা করেন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। অনেক শিক্ষক জরুরী অবস্থার কারণে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেও ঠিকমতো ক্লাস নিচ্ছে না। এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বিভাগীয় সভাপতি জানান, 'রাজনৈতিক পরিচয়ে এবং নানা কারণ দেখিয়ে তারা এই ছুটি নিয়ে থাকেন। আবার ক্লাস না নিলে তাদের কিছু করা যায় না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নাকি তাদের বিবেক দ্বারা পরিচালিত হন!'